দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 JUN 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম

তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

[গত ৯ই জুন ঢাকার মহাখালীস্থ জমিয়াতুল মোদারেছীন ও মসজিদে গাউসুল আজম কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত বিশেষ সম্মেলনে ছারছীনার পীর সাহেব কেবলার ভাষণ থেকে]

শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ

হাজার বছর আগে এই দেশে কোন মুসলমান ছিল না। আউলিয়া-দরবেশগণ ইসলামের পয়গাম নিয়ে এখানে এসে এখানে ইসলাম জারি করেছেন। এদেশে যে আজ শতকরা ৯০ জন মুসলমান এ তাঁদেরই চেষ্টার ফল। তাই এদেশ শাহ জালাল, শাহ মাখদুম, শাহ সুলতান, খানজাহান আলী, কারামত আলী জৌনপুরী, পীর নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) এমনি লাখো আউলিয়ার দেশ। এটাও এক ঐতিহাসিক সত্য ইংরেজগণ মুসলমানদের হাত থেকে ছলে-বলে-কৌশলে এদেশকে দখল করে নিয়ে প্রায় দু'শ বছর কবজা করে রাখে। একশ্রেণীর হিন্দুরা একে মহাসুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে। তারা শাসক ইংরেজদের সাথে মিলে এখান থেকে মুসলমানদের চিরতরে নির্মূল করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। তখন এদেশের উলামায়ে কেরাম একদিকে শাসকদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় অপরদিকে জনগণের মধ্যে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য দেশের জায়গায় জায়গায় মাদ্রাসা কায়েম করে। তাদের সীমাহীন ত্যাগের বদৌলতেই এতদঞ্চলে মুসলমানদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় এবং টিকে থাকে। পরবর্তীকালে মুসলমানদের এই নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যের বলেই ভারত থেকে পৃথক হয়ে এখানে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি গড়ে ওঠে। এখানে মুসলমানদের এই সংখ্যাধিক্য না থাকলে এটাও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত হত, স্বতন্ত্র এদেশ এবং পরে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হবার প্রশ্ন উঠত না। আল্লাহর মেহেরবানীতে বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। আমাদের পতাকা আজ সমগ্র দুনিয়ায় উড়ে। আমাদের দূতাবাস দুনিয়ার সব দেশে। এর পেছনে আউলিয়ায়ে কেরাম, ওলামায়ে কেরাম ও মাদ্রাসাসমূহের যে অবদান তা খাটো করে দেখার উপায় নেই।

আমাদের স্বাধীন দেশ, নিজস্ব সরকার, নিজস্ব পাতাকা— এটা মহাগৌরবের। আজ বাংলাদেশী মুসলমান প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সেনাবাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান, বিমানবাহিনী প্রধান, সেক্রেটারী, রাষ্ট্রদূত, ডিসি এস পি, অফিসার, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এ কত গৌরবের। এ তো ইসলামেরই অবদান। ইসলাম আমাদের রক্ষাকবচ। ইসলাম আমাদের প্রতিরক্ষা, ইসলাম আমাদের জীবনমরণ, ইসলামের হেফাজতের উপরই নির্ভর করছে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। তাই, ইসলামকে এখানে জোরদার করতে হবে। ইসলামী ভাবধারা প্রবল করে তুলতে হবে, ইসলামী তাহজীব-তমদ্দুনের বিকাশ ঘটাতে হবে। ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধ সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সর্বত্র ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হসিাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কিন্তু ইসলাম দুশমনরা, আগ্রাসনবাদীরা, আমাদের শত্রুরা এতে না-খোশ। না-খোশ এ জন্য যে, আমাদের স্বতন্ত্র পরিচিতি আছে বলেই স্বতন্ত্র দেশ। এ পরিচিতিকে যদি ভুলিয়ে দেয়া যায়, এই মূল্যবোধ যদি ধ্বংস করা যায়, এই স্বতন্ত্র তাহজীব-তমদ্দুন যদি বিনষ্ট করা যায় তবে এদেশকেও সহজে ঘায়েল করা যাবে। তাই, একটি মহল অত্যন্ত কৌশলে সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরা বিভিন্ন অংগনে সক্রিয় রয়েছে। আমি কেবল একটি বিষয়ই বলি, পাকিস্তান আমলে যতসংখ্যক মাদ্রাসা ছিল বাংলাদেশ আমলে তার সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। মাদ্রাসার শিক্ষকগণ তথা বেসরকারী শিক্ষকগণ নতুন বেতন স্কেলভুক্ত হয়, হাউজরেন্ট, মেডিকেল এলাউন্স ইত্যাদি বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা লাভ করে। কিন্তু একটি বিশেষ মহল অত্যন্ত সুকৌশলে এ শিক্ষা সঙ্কুচিত করে করে এর অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে তৎপর। সত্য কথা এই, মাদ্রাসাগুলো কোন বড় লোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দীনদার লোকেরা প্রথমে নিজ বাড়ীতে নিজস্ব স্বল্পপরিসর জমির উপরে প্রথমে খড়ের ঘরে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে নিজের ঘরের টিন খুলে মাদ্রাসার ছাউনি করে এমন নজীর বহু। পরে স্থানীয় লোকদের নিকট থেকে মুষ্টি ভিক্ষা করে এর প্রসার ঘটায়। এভাবে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত দানে এগুলো কায়েম হয়ে কুরআন-হাদীস দ্বীনী এলেম, ইসলামী ভাবধারার প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এর শিক্ষকগণ আজ কিছুটা সচ্ছলতার মুখ দেখেছে। কিন্তু আজও সমাজে বিত্তবান লোকের সন্তানরা এখানে পড়তে আসে না। ফলে, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংগতি খুবই সীমিত। আমি শুনতে পেলাম, সম্প্রতি মাদ্রাসার মঞ্জুরী ও মঞ্জুরী নবায়নের জন্য যে জমির পরিমাণ, রিজার্ভ ফাণ্ড, ব্যাংক ব্যালেন্স, ছাত্রসংখ্যা ইত্যাদির যে শর্তাবলী আরোপ করেছে তাতে গুটিকতকমাত্র মাদ্রাসা ছাড়া বাকীগুলো টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। অজ্ঞতাবশতই হোক, আর যে কারণেই হোক মাদ্রাসার সরেজমিন অবস্থার এক সম্পূর্ণ বিপরীত ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থাই এর মধ্যদিয়ে নেয়া হয়েছে।

মাদ্রাসার অবস্থা আর স্কুল-কলেজের অবস্থা এক নয়। বিত্তশালী, প্রভাবশালী, নেতৃস্থানীয় লোকরাই সাধারণতঃ স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। আর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন সাধারণতঃ ফকীর, দরবেশ, আলেম এবং আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল লোকেরা, আর টিকিয়ে রাখেন বলতে গেলে দান খয়রাতের অর্থে। এই মাদ্রাসা থেকেই পয়দা হয় আলেম, নায়েবে নবী, পীর, মোর্শেদ, ওয়ায়েজ, মোবাল্লেগ। তাঁরা প্রচার, হেদায়েত, তাবলীগের মারফতে কুরআন-হাদীসের তালীম, ইসলামী ভাবধারা, নৈতিকতা, পরহেজগারী ঘটান। এভাবেই এদেশ আজ দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মানুষের দেশে পরিণত হয়েছে। তাই আমি আশা করি, মাদ্রাসা শিক্ষার সংকোচনের কাজে যে শর্তগুলো ব্যবহার হবে তা মহামান্য প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দিয়ে বাতিল করে দেবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অব্যবস্থা, দুর্নীতি ইত্যাদি যে নাই একথা আমি বলি না, তা কিভাবে দূর করা যায় তা বসে ঠিক করে নেওয়া উচিত। তবে এ জন্য এমন ব্যবস্থা কোনক্রমেই নেয়া যায় না যাতে মাদ্রাসা খতম হয়ে যায়।

এই সঙ্গে আমি এবতেদায়ী মাদ্রাসার কথাও একটু বলতে চাই। এই গাউসুল আজম কমপ্লেক্সে বসে মহামান্য প্রেসিডেন্ট এ মাদ্রাসার অনুমোদন দান ও আর্থিক সহায়তা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার ফলে দেশের সর্বত্র প্রায় ১৫ হাজারের মত স্বতন্ত্র এতবেদায়ী মাদ্রাসা গড়ে উঠল। লক্ষ লক্ষ মাসুম শিশু কুরআন শিক্ষার সুযোগ লাভ করল। দেশের গ্রামগঞ্জ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধুর আওয়াজে মুখরিত হল। এবতেদায়ী মাদ্রাসায় কুরআন শিক্ষা প্রাথমিক ইসলামী মাসলা-মাসায়েলসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমানের অন্যান্য বিষয়ও পড়ানো হয়, ফলে সরকার যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অচিরেই চালু করতে চান সে লক্ষ্যেরও এগুলোর বিরাট সহায়ক। কিন্তু একটি বিশেষ মহলের কালোহাতের থাবায় আজ এগুলি বিলীনের পথে। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর আমি শুকরিয়া আদায় করি, তিনি সে দিন জাতীয় সংসদে এবতেদায়ী মাদ্রাসার কথাও উল্লেখ করেছেন। আমি আশা করি, এসব স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা যাতে এই আর্থিক বছরেই সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসার সম-বেতনস্কেল সুযোগ-সুবিধা পায় তার নির্দেশ দিয়ে এদেশের ভবিষ্যত সন্তানদের আল্লাহর কোরআনের সাথে, পেয়ারা নবীজির আদর্শের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ করে দেবেন। আল্লাহ সবাইকে দুনিয়া আখেরাতে কল্যাণ দান করুন, আমীন।